সময়ের সাথে চলি.....

মাহমুদা রুনু

আমরা যারা সৌভাগ্যের সোপান মেপে এবং গুটি গুটি পদক্ষেপে উন্নত বিশ্বের সব পাওয়ার মাঝে নিজেকে একটা সুনির্দিষ্ট জায়গায় স্থান করে নিয়েছি তাদের জন্য আমার এ সময়ের সাথে চলা, জীবনের কথা বলা।

সেই পুরাতন কথা সেই গভীর সত্য যে জাহাজে অবতরণ করেছি স্থলে নেমে তাকে নিজেই পুড়িয়ে ফেলেছি। অর্থাৎ যদি কখনও ফিরে যেতে হয় তবে অন্য একটি সময়ের, অবস্থানের পরিস্থিতির নতুন এক জাহাজ নিয়ে তবেই যেতে হবে। সেই জাহাজটাই সময় – সেই সময়কে আর ফেরানো যাবে না।

এসেছিলেম দুটো সুটকেস নিয়ে। নির্দয়ে পিছে ফেলে বাবা-মার পরম স্নেহের বিশাল ছায়ার নিশ্চিত আশ্রয় এবং আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন বেষ্টিত এক ভালবাসা-ভালোলাগার জগত। এবং ঘরে-বাইরে-কর্মস্থলে মুখের কথা মাটিতে পরার আগেই লুফে নিয়ে আজ্ঞা পালন করার মত সহজলভ্য সহজ-সরল-আন্তরিক কাছের মানুষগুলোকে। পিছে ফেলে এসেছি খুবই প্রিয় বুয়েট ক্যাম্পাস, সেই ঝালমুড়ি-ওয়ালা যে কিনা তার সমস্ত শ্রদ্ধা অর্পণ করতে চাইতো হাতের বাজনায় তৈরি মসলা মুড়ি কাগজের কোণাকৃতি পাত্রে ঢেলে আমার হাতে পৌঁছে দিয়ে। বুয়েটের সেই লেডিস হোস্টেল যেখানে কেটেছে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্ববহ সময়। সেই চাচা যিনি দিনে-রাতের ২৪ ঘণ্টা সেখানের বাসিন্দা ২০জন শিক্ষার্থীর নানাবিধ অতি-আবশ্যক, কাঙ্ক্ষিত, অনাকাঙ্ক্ষিত, প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় বহুবিধ কাজ অবিরাম করে যেতেন কখনও পারতপক্ষে না-বোধক শব্দ উচ্চারণ না করে। এখন ক্যামন আছেন তারা, কোথায় আছেন? বৃদ্ধ বয়সে হয়তোবা দারিদ্রের চরম সত্যিকে নিয়ে পরপারর দিন গুনছেন। তাতে আমার কোন কিছু কি এসে গেছে? আমি কি কখনও তার খোজে এক মুহূর্ত কাল-ক্ষেপণ করেছি? না করিনি কারণ সময় আমাকে সে সত্য থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে, এখন সুক্ষ বোধগুলো খুব বেশি নাড়া দেয় না আমাকে। অনেক বিশাল বিলাস আমার সময়ের অন্যতম ব্যস্ততা। বিত্ত এখন চিত্তের সমস্তটাই জুড়ে।

যেটা দিয়ে শুরু করলাম ঐযে দুটো সুটকেস। সেই দুই বাক্স থেকে আজকের এই বর্তমানে আসতে কেটে গ্যাছে সুদীর্ঘ ২১ বছর – বহু উত্থান পতন চড়াই উতরাই। দুটো বাক্সের সাথে ছিল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ফিরে তাকাইনি পেছনের দিকে যেখানে আছে আমার সাধারণ জীবনের অসাধারণ সব পাওয়া ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, ৭৫ এর নৃশংস অধ্যায় যেগুলো জাতিগত পাওনা আর ব্যক্তিগত পাওনা একজন সুশিক্ষিত মানুষ হোয়ে ওঠার বিশাল অধ্যায়।

যুদ্ধ করেছি জীবনের সাথে। সময়ের দাবী ছিল একটাই - অভিবাসনের কঠিন মাটিতে সোজা হোয়ে দাড়াতে হবে যেন সেই শক্ত ভিত্তিতে আরো উঁচু মাথা নিয়ে দাড়াতে পারে আমার সন্তান। সময়ে সাথে পথ চলতে চলতে জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি। মর্টগেজে বাধা জীবন তবে আমার সন্তান আছে ১০০% খাটি দুধে ভাতে। হাত বাড়ালেই যা ইচ্ছে তাই ধরতে পারা পকেটে টাকা থাকার কোন প্রয়োজন নেই শুধু প্রয়োজন একটি প্লাস্টিক কার্ড সেটার সদ-ব্যবহারের জন্য একটা সই, আর পা বাড়ালেই প্রশান্ত মহাসাগর। বিশুদ্ধ হাওয়া, বিশুদ্ধ পানি, সহজলভ্য উন্নত চিকিৎসা, নিশ্চিন্ত জনপথ, সুপরিকল্পিত শিক্ষা ..... আরো অনেক অনেক সব পাওয়ার আতিশয্যে ভুলে থাকা সেই অভাব-তাড়িত

মনুষগুলোর কথা। যাদের চোখের সামনে নদীগুলো শুকিয়ে মেঠো-পথ, বুড়িগঙ্গা বিষাক্ত পানির জলাধার, বিদ্যুৎ-হীন রাতের পর রাত যাপন, পানির ভূগর্ভস্থ স্তর নামতে নামতে ভয়াবহ স্বল্পতায় গিয়ে ঠেকেছে ট্যাপ খুললে আসেনা পানি, মানুষ খাচ্ছে ফরমালিন দেয়া মাছ/ফল/সবজি, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবক্ষয় এখন জান্তব আকার ধারণ করেছে। সেখানে যারা বাস করছেন তারা আমার বাবা-মা আমার পরিবার আমার স্বজন।

পৃথিবীর দৃশ্য বদল হচ্ছে তার অবধারিত নিয়মে, দৃশ্য বদল হয়না শুধু আমার প্রিয় ভূমিতে যেখানে বদল হয় শুধু মানব-মানবী। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, ব্যক্তি-স্বার্থের চরম নিন্দিত দৃশ্যপট বদলায় নতুন বোতলে পুরনো মদের বহুগুণে গুণান্বিত উপসর্গ নিয়ে। এই বিশ্বচরাচরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একজন মানুষ আমি, আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারি দুলাইন কলমে কখনও কবিতায় কখনও বা গদ্যে।
ইদানীংকালের মন্ত্রী-মহোদয়ের যে আখ্যান নিয়ে সারাদেশ উত্তেজিত তার মাঝে আমি কোন নতুনত্ব দেখতে পাইনি। একটাই শুধু নতুনত্ব তা হচ্ছে একজন মুক্তিযোদ্ধা ও একজন আপাদমস্তক আজন্ম-রাজনৈতিকের স্থূল পদস্খলন। জাতীর জন্য মুক্তিযুদ্ধের মহান বিশালত্বের মাঝে একটি অমোচনীয় কালিমা।

দেশের সকল স্তরের সুবিধাবাদী সাংসদ,আমলা থেকে শুরু করে ওই বেচারা চকিদার পর্যন্ত কালোনীতির কালিমায় নিজেকে সপে দিয়েছেন/দিচ্ছেন কম-বেশী সকল কালে সকল সময়ে। সময়ের সাথে চলতে গিয়ে ভাঙ্গা সুটকেসের মালিকের বংশধরের কালোনীতি কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে তা সর্বজনবিদিত। তাই কিনা একই সময়ে চলতে গিয়ে সেই গণঅভ্যুত্থানের সেই তুখোড় ছাত্র-রাজনীতিক সর্বকালের উঁচুগলার জনগণের প্রতিনিধির কালোনীতির আশ্রয় এই দেশটার দুর্ভাগ্যের আরো এক অকাট্য নিদর্শন। সময়ের সাথে চলতে গেলে দেশ আসে তা আসবেই কারণ আমি জন্মেছি সেই দেশে যে দেশের একজন কৃষক কাস্তে আর খুন্তি যার সম্বল সেও জানতে চায় আজকের খবর, এতোটাই সচেতন আমাদের অনুভব জন্মসূত্রেই।

দুরের নিরাপদ দূরত্বে থেকে ভাবি তোমায়,
বিত্ত-বৈভবের নিশ্চিত নিবাস থেকে দেখি তোমায়,
কত গভীর বিপর্যয়ে তোমার সার্বভৌমত্ব আক্রান্ত
লেখায় কথায় প্রকাশী আমি দুঃখী ভারাক্রান্ত।
সময় আমাকে সরিয়ে এনেছে দূরে বহুদূরে তোমার নিবাস থেকে
দেয়ালে ঠেকে যাওয়া তোমার মাথা এখন ঠুকে মারছে স্বজাত-দস্যু একে একে।
গরলের এ সমুদ্র মন্থন করে আনবে অমৃত
সে তারুণ্যের স্রোত কতদূর? কোন দিকে??
সময়ের সাথে চলি
স্বগতোক্তিতে ভালোবাসার কথা বলি
নিরাপদ দূরে থেকেই দুশ্চিন্তায় দিতে চাই আত্মবলি।
স্বার্থপর পরবাসী আমি সময়ের সাথে চলি .....।

১৮ এপ্রিল ২০১২